ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার

১১৯৩-৯৪ সালের এক শীতের দিনে হাজার দুয়েক সশস্ত্র অশ্বারোহী বারাণসীতে গঙ্গা পার হচ্ছিলো। এরা খুঁজে বেড়াচ্ছিল লুঠ করার মতন কিছু, দলের নেতা এক খিলজি, মহম্মদ বখতিয়ার।, সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবকের সবথেকে ভয়ঙ্কর সেনানায়ক। ১২ বছর আগে সুলতান লাহোর দখল করেন এবং তারপর দিল্লি , এখন বখতিয়ার আদেশ পেয়েছেন সুলতানি শাসনকে ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার, এখন এই দলের লক্ষ বিহার, যেখানে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের সবথেকে বড় নিদর্শন নালন্দা।

নালন্দার স্বর্ণযুগ যদিও অনেক দিন আগেই চলে গেছে, কিন্তু এর লাইব্রেরিতে তখনো রয়েছে সম্ভবত তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম বড় বইয়ের সম্ভার।বিজয়ের পর নালন্দার লাইব্রেরি থেকে ওঠা কালো ধোঁয়া বেশ কয়েকদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো আকাশ বাতাস। হারিয়ে গেলো বৌদ্ধ ধর্মের সম্ভবত সবথেকে মূল্যবান বইগুলি এবং সাথে সাথে তখনো প্রায় বিস্মৃত এক সম্রাটের নামের ওপর বিস্মৃতির আরেক পোঁচ পড়লো।

জয়ী সুলতান কুতুবুদ্দিন শুরু করেছিলেন কুতুব মিনার, কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয়নি, কেটে গেলো প্রায় দেড়শো বছর, ১৩৫১ সালে ফিরোজ শাহ সুলতান হলেন, ১৩২৬ সালে বজ্রপাতে কুতুব মিনারের ওপরের দুতলা ভেঙে পড়ে, ফিরোজ শাহ এর মেরামত করেন , কিন্তু এর সাথে তিনি সেখানে যোগ করেন এক অদ্ভুত মিনার যার পুরোটা লোহার তৈরী। এই স্তম্ভটি ঠিক কোথা থেকে তিনি জোগাড় করেন তা স্পষ্ট নয়, কিন্তু এটি যে হিন্দুধর্মের সাথে যুক্ত তা বোঝা যেত।

এরপরে সুলতানের মনে আসে এক বিজয় স্তম্ভ তৈরী করার, মনের মতো একটা পিলার পাওয়া গেলো হিসারে। প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা স্তম্ভটা ঠাঁই পেলো নতুন সুলতানি মসজিদের ভেতরে। কিছুদিন পরে দোয়াব অঞ্চলে শিকার করতে গিয়ে সুলতান খোঁজ পেলেন আরেকটা স্তম্ভের, এটা আরো বড় এবং আরো ভালো অবস্থায় রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এর আরেকটা জুড়ি ছিল মিরাটে। স্থানীয় হিন্দুদের মতে এগুলি পাণ্ডবদের তৈরী, এর থেকে বেশি কোনো আগ্রহ তাদের মনে ছিল না !

এইরকম স্তম্ভ গুলি আগের শাসকদের চোখেও পড়েছিল, কিন্তু ফিরোজ শাহ হলেন প্রথম যিনি এগুলো সংরক্ষন করেছিলেন ধ্বংস করার বদলে। সুলতান প্রচুর সময় এবং অর্থ ব্যয় করে এই অত্যন্ত ভারী স্তম্ভগুলিকে দিল্লি নিয়ে আসেন। তিনি তৎকালীন হিন্দু পন্ডিতদের দিয়ে স্তম্ভগুলির লিপির পাঠোদ্ধার করার চেষ্টাও করেন যদিও সে চেষ্টা ফলবর্তী হয়নি।

আরো আড়াইশো বছর পরে ১৬১০ সালে, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ভারতে আসা উইলিয়ান ফিঞ্চ বলে এক ইংলিশ ব্যবসায়ীর লেখায় এই স্তম্ভগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৬৭০ সালে আরেক ইংলিশ তরুণ জন মার্শাল উত্তর ভারতে আরো এরকম অনেক স্তম্ভের খোঁজ পান। বাদশাহ আওরংজীব বারাণসীর ভৈরব মন্দির ধ্বংস করেন, এই মন্দিরটি বিখ্যাত ছিল লাঠ ভৈরব (ভৈরবের লাঠি) বলে, কারণ হচ্ছে এর প্রাঙ্গনে থাকা বিশাল এক শিবলিঙ্গের উপস্থিতি। মন্দির ধ্বংস করলেও এই লিঙ্গটি ধ্বংস করা হয়নি, তাভারনিয়ের ১৬৭০ সালে দেখেন যে এটি নবনির্মিত মসজিদের প্রাঙ্গণে তখনো অবস্থিত এবং এর গায়ে কিছু অবোধ্য লিপি , উনি অবশ্য এটাকে কোনো কবরের স্মারক স্তম্ভ হিসেবে নেন। কিন্তু এই স্তম্ভটির জন্যেই মসজিদটি লাঠ ইমামবাড়া নাম পরিচিত হয়। এ ছাড়াও অনেক মিশনারি আর জেসুইট পাদ্রীরা এরকম নানা স্তম্ভ আর সেগুলিতে থাকা লিপির উল্লেখ করেছেন ! কিন্তু এই লিপির পাঠোদ্ধার করার তেমন কোনো প্রচেষ্টা হয়নি !

Scanned by CamScanner

এর মধ্যে ১৭৮৪ সাল নাগাদ তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম জোন্স আর তার বন্ধু ওয়ারেন হেস্টিংস মিলে স্থাপন করেছেন এশিয়াটিক সোসাইটি ! জোন্সের প্রাচীন ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস নিয়ে খুব আগ্রহ ছিল, সেইব্যাপারে একটা সংহত খোঁজ খবর চালানোর জন্যেই তিনি সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন, তৎকালীন ব্রিটেনে সেটাই ছিল দস্তুর এবং এভাবেই গোটা পৃথিবীতে বহু প্রাচীন সভ্যতার ওপর চর্চা চলতো ! সোসাইটির প্রথম দিককার এক মিটিঙে টমাস ল , গয়ার তৎকালীন জেলাশাসক এক পেপার পেশ করলেন, যার শিরোনাম 'A Short Account of Two Pillars to the North of Patna', অর্থাৎ উত্তর পাটনার দুটি স্তম্ভের কথা। তিনি এই দূর স্তম্ভে পাওয়া লিপির ড্রয়িংস ও দিয়েছিলেন, এর মধ্যে একটি স্তম্ভ হলো নন্দনগড়ের, যেটি প্রায় সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল এবং যার মাথায় ছিল চারটি সিংহের ভাস্কর্য ! এই পেপার পড়ে উৎসাহিত হয়ে জোন্স পুরো লিপির কপি করার জন্যে চেষ্টা চালালেন ! তিনি এই খবর কোম্পানির আরো নানাজনকে পাঠালেন, যদি তারা কিছু নতুন লিপির খোঁজ পায় তো তাকে যেন জানানো হয় ! একই সময় জন হ্যারিংটন বলে আরেকজন বিহারেরই গোয়া এবং পাটনার মধ্যে দলবল নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন , তিনি নানা পাহাড়ের গুহায় এরকম নানা লিপি দেখেছিলেন কিন্তু তত মনোযোগ দেননি, কিন্তু নাগার্জুন পাহাড়ে এইরকম দুটি অজানা লিপি দেখে তিনি তার মুন্সিকে ডাকেন, মুন্সী একটি লিপি সহজেই চিনতে এবং পড়তে পারলো, সেটি ছিল প্রাচীন দেবনাগরী লিপি, কিন্তু অন্যটির পাঠোদ্ধার সম্ভব হলো না ! হ্যারিংটন এগুলির কপি করে জোন্সকে পাঠিয়ে দিলেন। আরেকজন যুদ্ধব্যবসায়ী যিনি তৎকালীন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের হয়ে চাকরি করছিলেন, শাহ আলম তার আফগান সেনাপতি গুলাম কাদিরের হাতে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরের টালটামাল সময়ে দিল্লি ছেড়ে পালিয়ে যাবার আগে তিনি ফিরোজ শাহর স্তম্ভগুলোর লিপিগুলির কপি জোন্সকে পাঠিয়ে দেন ! এগুলি হাতে পেয়ে জোন্স পাঠোদ্ধার করতে পারেননি , ব্রাহ্মণদের সাহায্য নেবার তিনি চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁরাও পাঠোদ্ধার না করতে পেরে এগুলিকে ব্রাহ্মী লিপি অর্থাৎ কিনা স্বয়ং ব্রহ্মার তৈরী লিপি হিসেবে চিহ্নিত করে ! জোন্স কোনো কারণে সিদ্ধান্ত করেন এগুলি প্রাচীন ইথিওপিয়ান লিপি যা যীশু বা বুদ্ধের আবির্ভাবেরও অনেক আগে সৃষ্টি হয় !জোন্স এই ব্যাপারে আরো খোঁজ খবর চালিয়ে যেতে থাকেন, কিন্তু 27 April 1795 তার অকাল মৃত্যুতে এর ওপরে ছেদ পড়ে যায় ! এর সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির ওরিয়েন্টাল স্টাডির ওপরেও প্রভাব পড়ে , তার সঙ্গে তৎকালীন কোম্পানির রাজ্যবিস্তারের জন্যে ভারতবর্ষব্যাপী নানা যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে অনেক প্রাচীন নিদর্শন যেমন নষ্ট হয়ে যায় তেমনই এই ব্যাপারে খোঁজ খবর করাও বিপদজনক হয়ে ওঠে !

এরপর ১৮১৯ সালে ভারতে পদার্পন করেন এক কুড়ি বছরের যুবক, জেমস প্রিন্সেপ , যিনি ঠিক কুড়ি বছর পরে তার ক্লান্ত শরীর এবং মন নিয়ে স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পরের বছরই ১৮৪০ সালে মারা যান। কিন্তু ভারতে কাটানো তাঁর এই কুড়ি বছর ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়কে আবার আমাদের সামনে প্রকাশ করেছিল ! ভারতে আসার আঠেরো মাস পরে প্রিন্সেপ বারাণসীর টাঁকশালে পোস্টিং পান, ধীরে ধীরে পরের বছরগুলিতে প্রিন্সেপের আগ্রহ প্রাচীন ভারতে পাওয়া নানা মুদ্রার ওপরে ন্যস্ত হয় এবং এ ব্যাপারে তিনি একজন অথরিটি হয়ে ওঠেন এবং সোসাইটির নানা কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে নেন। ১৮৩২ সালে তিনি এক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন যে তিনি এমন কিছু মুদ্রা

Scanned by CamScanner

পেয়েছেন যার সাথে ফিরোজ শাহর স্তম্ভের লিপির মিল আছে ! প্রিন্সেপ যখন জালালাবাদে পোস্টিং ছিলেন তখন পেশোয়ারে একটু স্তুপ থেকে আরো নানা মুদ্রা আবিষ্কার হয়, এর মধ্যে কিছু ব্যাক্ট্রিয়ান মুদ্রা ছিল, প্রিন্সেপ দেখেন এই মুদ্রা গুলির একদিকে প্রাচীন গ্রিক লিপি থাকলেও অপরদিকে এক নতুন ধরণের লিপি রয়েছে, এই লিপির অনেক অক্ষর ফিরোজ শাহর স্তম্ভ এবং ওড়িশার খন্ডগিরিতে পাওয়া শিলালিপিতে থাকলেও অনেক নতুন অক্ষরও রয়েছে ! তিনি এগুলিকে গান্ধার লিপি বলে অভিহিত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি বুঝতে পারেন এটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভাষা এবং এই ভাষা এখন খরোষ্ঠী লিপি বলে পরিচিত ! এবং এটা ডান থেকে বাঁ দিকে লেখা হয় !

কিন্তু আরেক ধরণের তুলনামূলক প্রাচীন ধরনের নানা আকৃতির মুদ্রা , চারকোনা, গোল, রম্বসের মতন, ডিম্বাকৃতি যা প্রায় তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের প্রায় সব অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছিলো , যা অবশ্যই এক বিশাল প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে থাকা কোনো প্রাচীন সাম্রাজ্যের আভাস দিচ্ছিলো, এগুলিতে যে ব্রাহ্মীলিপি ছিল তা পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছিলো না , ততদিনে ১৮৩৩ সাল নাগাদ প্রিন্সেপের সাথে যোগ দিয়েছেন এক উনিশ বছরের সৈনিক যে তার প্রথম পোস্টিঙের জন্যে অপেক্ষা করছিলো , তার নাম আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম ! দু বছর পরে বারানসিতে পোস্টিংয়ের পরেও কানিংহ্যাম প্রিন্সেপের সাথে পত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতেন ! প্রিন্সেপের অনুরোধে এবং খরচে কানিংহ্যাম সারনাথের স্তুপের খননকার্য শুরু করেন, এবং অনেক যত্নের সঙ্গে প্রায় চোদ্দমাস পরে স্তুপের ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন ! তিনি প্রচুর মূর্তি এবং নানা ঐতিহাসিক স্থাপত্য আবিষ্কার করলেও তাকে আবার সেনাবাহিনিতে ফিরে যেতে হয়, তার আগে তিনি খান কুড়ি মূর্তি কলকাতায় সোসাইটিতে পাঠিয়ে যেতে পারেন ! চার বছর পরে তিনি ফিরে এসে আবিষ্কার করেন তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট কোনো এক ডাভিডসনের আদেশে চল্লিশটি মূর্তি এবং পাঁচ গরুর গাড়ি ভর্তি শিলালিপি স্থানীয় নদীতে ফেলে একটা ব্রিজ তৈরী করা হয়েছে , এই ঘটনায় কানিংহ্যাম গভীর দুঃখিত হন এবং পণ করেন তিনি এরকম আর কখনো হতে দেবেন না !

১৮৩৬-৩৭ সালে প্রকাশিত তার শেষের দিকের প্রবন্ধ গুলোতে প্রিন্সেপ খরোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক ব্যঞ্জনবর্ণ এবং তিনটি স্বরবর্ণ পাঠোদ্ধার করে যান ! অবশ্য ১৮৩৬ সালে নরওয়েজিয়ান পণ্ডিত ক্রিশ্চিয়ান ল্যাসেন খরোষ্ঠীর - ব্রাহ্মী চেনার প্রথম সফল প্রচেষ্টা করেন , ইনি ইন্দো-গ্রীক রাজা আগাথোকলস এবং পান্তালিওনের দ্বিভাষিক গ্রিক-ব্রাহ্মী মুদ্রা ব্যবহার করেছিলেন যাতে বেশ কয়েকটি ব্রাহ্মী অক্ষর চিহ্নিত করা যায়। এটা বোঝা যাচ্ছিলো ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠীর মধ্যে অনেক মিল আছে , মোটামুটি ভাবে এই দুজনের প্রচেষ্টা থেকেই খরোষ্ঠীর এবং আংশিক ব্রাহ্মীর পাঠোদ্ধার হয়ে যায় !

এর পরে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পার হয়ে যায় এটা বুঝতে যে খরোষ্ঠী মূলত পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের ভাষা আরামিকের উপর ভিত্তি করে তৈরী , এবং প্রায় আরো এক শতাব্দী কেটে যায় এটা বুঝতে যে মৌর্য সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপি আসলে খরোষ্ঠী থেকে বিকশিত এক উন্নত ভারতীয় ভাষা যা ভারতীয় ধরণের উচ্চারণ এবং শব্দের সঙ্গে বেশি সাযুজ্য রাখে ! আর

Scanned by CamScanner

প্রিন্সেপের মৃত্যুর পরের কানিংহ্যাম তার সৈনিক জীবন আর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চা চালিয়ে যেতে থাকেন , ১৮৪৫ থেকে ৪৯ এর মধ্যে কোম্পানির রাজত্ব পাঞ্জাব হয়ে খাইবার পাস্ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, যা তখন মেজর পদে উন্নীত কানিংহ্যামের সামনে বিরাট সুযোগ খুলে দেয় ! কানিংহ্যাম আস্তে আস্তে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকে সুসংহত করতে থাকেন, ভারতবর্ষের প্রথম সুসংহত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন তার নেতৃত্বেই হয় ১৮৫১ সালে , তার শেষ খননকালে ১৮৯২, ততদিনে ইন্ডিয়ান আর্কিওলজিকাল সার্ভে (ASI) স্থাপিত হয়ে গেছে যার তিনি ছিলেন প্রথম প্রধান !

কর্নেলের পদে থেকে কানিংহ্যাম রিটায়ার করেন 1862 সালে, ততদিনে তিনি সাঁচি, সারনাথ এবং আরো অনেক প্রাচীন স্তুপের খননকার্য করে ফেলেছেন ! কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি মেজর জেনারেল উপাধি সহ ভারত সরকারের সার্ভেয়ার জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন, যদিও প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধানের জন্যে মাসিক ৪৫০ টাকার বেতন এবং ৩৫০ টাকার ভাতা ছাড়া আর কিছু তিনি পেতেন না ! পরের চার বছর তিনি পুরোদমে সন্ধান চালান, কিন্তু ১৮৬৫ সালে তৎকালীন ভাইসরয় লরেন্স তার ডিপার্টমেন্ট টাকার অভাবে বন্ধ করে দেন। ততদিনে তিনি প্রায় ১৬০ টি প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের সন্ধান করে ফেলেছেন ! পরের চার বছর তিনি ইংল্যান্ডে কাটান এবং তার বই "The Ancient Geography of India: the Buddhist Period" লেখেন ! ১৮৬৯ সালে লর্ড মেয়ো ভাইসরয় হিসেবে আসেন এবং ১৮৭১ সালে কানিংহ্যাম Director-General of the Archaeological Survey of India (ASI) এবং নাইট উপাধি প্রাপ্ত হয়ে আবার ভারতে ফিরে আসেন , তখন তিনি স্যার কানিংহ্যাম ! এই সাঁচি, সারনাথ ইত্যাদির স্তুপের আবিষ্কার এবং এই ইন্ডোলোজিস্টদের কাজ থেকে এক বিস্মৃত ইতিহাসের সুস্পষ্ট সূত্র বের হওয়া শুরু হয় আর এভাবে ধীরে ধীরে পর্দা সরতে থাকে এক ভুলে যাওয়া সম্রাটের ওপর থেকে যিনি কিনা ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের একজন , সম্রাট অশোক।, কিন্তু তার কীর্তির প্রকৃত পরিচয় তখন ঠিকঠাক পাওয়া যায় নি কারণ তার শিলালিপিগুলির পুরোপুরি পাঠোদ্ধার করা তখনো সম্ভব হয়নি !

১৮৭০-১৮৮০ কানিংহ্যাম এবং তার সঙ্গীরা অসংখ্য খননকার্য চালান, ১৮৮১ সালে কানিংহ্যামের হাতে আসে এশিয়াটিক সোসাইটিতেই পড়ে থাকা একটি বাক্স, যার ওপর লেখা আছে রূপনাথ , এই মন্দিরটি জব্বলপুরের কাছাকাছি অবস্থিত ! ১৮০০ শতাব্দীর কোনো এক সময় কর্নেল এলিস বলে একজনের কোনো কর্মচারী এই মন্দিরে আসেন এবং তিনি কিছু অজানা লিপি দেখতে পান এই মন্দিরে , এই খবরটিই তার মনিব এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তির নাম কোনো দিনই জানা যায় নি ! এটা দেখে কানিংহ্যাম তার অধস্তন জোসেফ বেজলার কে মন্দিরের খোঁজ করতে পাঠালে তিনি ব্যর্থ হন। কিন্তু জেনারেল এতো সহজে হার মানতে রাজি ছিলেন না , তিনি আবার তাকে পাঠান এবং এবার তিনি মন্দিরের খোঁজ পান , কানিংহ্যাম নিজেই এর পরে বেরিয়ে পড়েন এবং মোটামুটি লাইন পাঁচেকের খোঁজ পান, বাকি অংশের ওপরে শত শত বছর ধরে লোকের পদস্পর্শ পাওয়ায় সমতল হয়ে গেছিলো , কিন্তু এ থেকেই তার দৃষ্টি এই অজানা লিপির দিকে ঘুরে যায় , এবং তিনি কিছু বছর আগে বিহারের সাসারামের কাছের একটি গুহা থেকে পাওয়া লিপির কথা মনে পড়ে যায়। 1873–4 সালের শীতের সময় বুন্দেলখণ্ডের দিকে যাওয়ার সময় তাঁর চোখে পরে একটি ভগ্ন স্তুপ, তিনি তার খনন শুরু করান , দিন দশেক পরে বোঝা যায় এটি সাঁচি স্তুপের চেয়ে আকারে প্রকারে কোনো অংশেই কম নয়, এটির নাম ভোরহাট স্তুপ (Great Stupa at Bharhut) ! এখানেও পাওয়া যায় সেই অজানা লিপির সন্ধান ! এই ভাবে আরো নানা অনুসন্ধান করে 1877 সালে তিনি প্রকাশ করেন তার আবিষ্কার "Inscriptions of ASoka, being Volume I of the Corpus Inscriptionum Indicarum" নামে , এর ফলে ব্রাহ্মীলিপির পুরো পাঠোদ্ধারও হয়ে যায় ,1836 সালে জেমস প্রিন্সেপ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এতো দিনে সফল হলো বলা যায় !

Scanned by CamScanner

বর্তমান কালে বসে এ এক অবাক করার মতন ব্যাপার, কি করে লোকে সম্রাট অশোকের মতন একজনকে প্রায় দু হাজার বছর ভুলে থাকতে পারে ? ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসের এক দীর্ঘ সময় ধরে কেন সম্রাট অশোকের কোনো উল্লেখই ছিল না তা প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যদিও ভারতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অশোকের পর সাত বা আট শতকেরও বেশি সময় ধরে বৌদ্ধ শক্তি বজায় থেকেছে , কিন্তু পরবর্তী কালে তা মূল ভারতে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের আড়ালে চলে যেতে থাকে , হিন্দুধর্মের পন্ডিতরা কখনোই বৌদ্ধ দর্শন বা পুঁথি গুলোর প্রতি আগ্রহী ছিলেন না , তাই হিন্দুধর্মের বইগুলিতে এক বৌদ্ধ সম্রাটের ব্যাপারে নীরব থাকার কারণ সহজেই বোঝা যায়। বুদ্ধ হিন্দুধর্মে অবতার বলে স্বীকৃত হলেও যেহেতু বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের বাইরেই বেশি প্রচার পেতে শুরু করে , বৌদ্ধ পুঁথি এবং নিদর্শন গুলি দীর্ঘদিন ধরে ভারতে তুলনায় অবহেলিত হতে থাকে আর ভারতের জলবায়ু ও এই সব গুলির জন্যে সহায়ক ছিল না , যার জন্যে পরবর্তী কালে ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপি উদ্ধার করতে এতো সময় লেগে যায়। তারপর যাও বা বেঁচে ছিল ১১ই এবং ১২শ শতাব্দী থেকে ভারতে তুর্কি-আফগান আগ্রাসনের জন্যে তার বড়ো অংশ চিরকালের জন্যে লুপ্ত হয়ে যায়। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে ইংরেজরাই সম্রাট অশোক কে আবার বর্তমানে ফিরিয়ে এনেছেন।

** এখানে যে সব ঘটনা উল্লেখ করেছি সেগুলো সব এই বইটি থেকেই নেওয়া। - Ashoka: the Search for India's Lost Emperor by Charles Allen

Scanned by CamScanner

স্বরবর্ণ

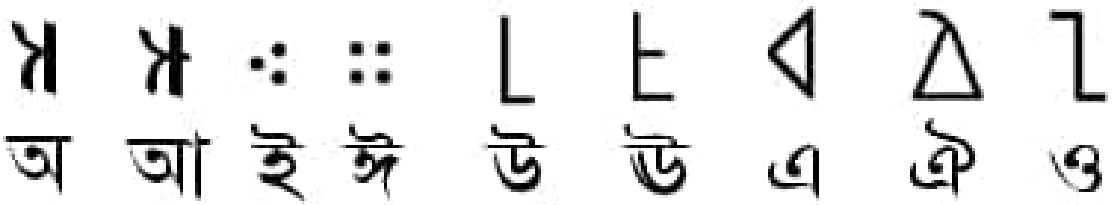

অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য/য় র ল অন্তঃস্থ ব

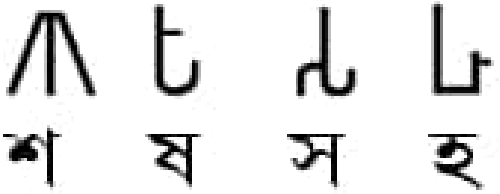

শ ষ স হ

Scanned by CamScanner

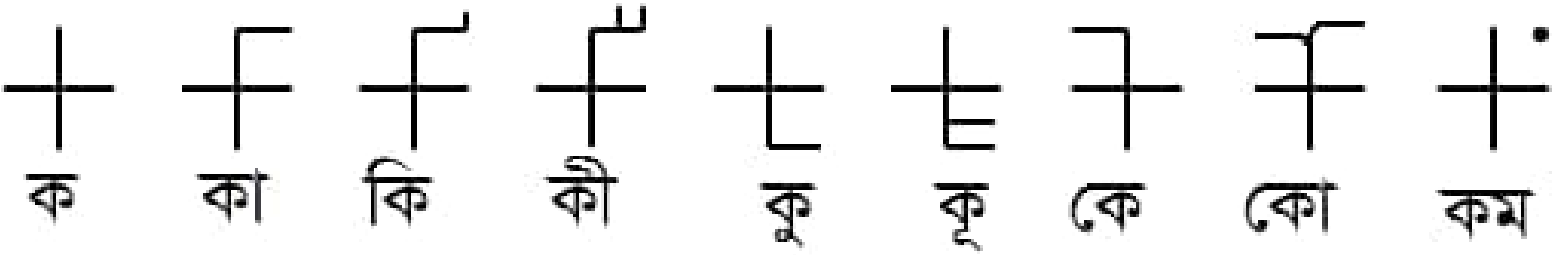

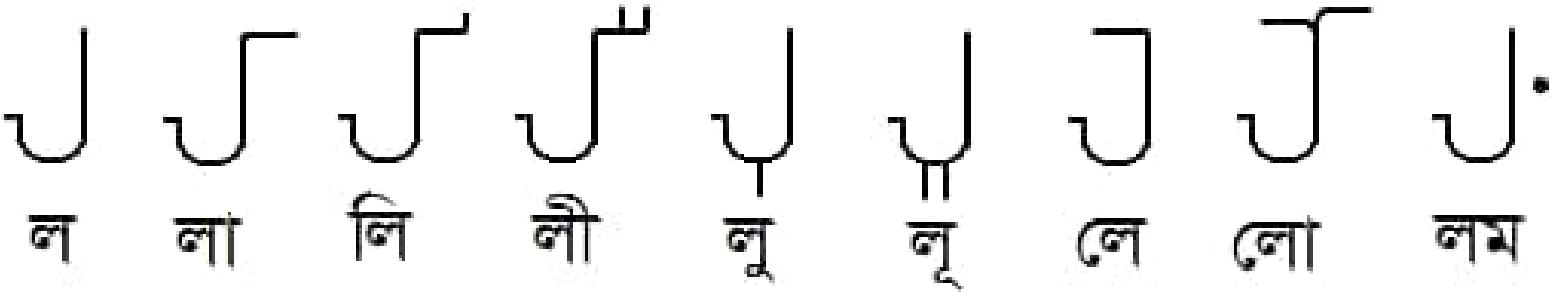

Scanned by CamScanner